পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীশচী-মিশ্রের গৃহ মধ্যে নূপুরধ্বনি-শ্রবণ ও অপূর্ব-পদচিহ্ন-দর্শন এবং গৌর-গোপালের তৈর্থিক-বিপ্রান্ন-ভোজন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে গৃহমধ্য হইতে পুস্তক আনিতে আদেশ করেন। পুস্তকানয়নার্থ নিমাইর পদ-সঞ্চরণকালে শচী ও জগন্নাথ অপূর্ব নূপুর-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। গ্রন্থ প্রদান করিয়া বিশ্বম্ভর ক্রীড়ার্থ গমন করিলে ব্রাহ্মণ-দম্পতি গৃহ মধ্যে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপতাকা-লাঞ্ছিত অপরূপ চরণ-চিহ্ন দর্শন করেন; কিন্তু বাৎসল্যপ্রেমের স্বভাব-বশতঃ ঐ পদচিহ্ন যে তাঁহাদেরই পুত্ররত্নের, ইহা জানিতে না পারিয়া গৃহদেবতা শ্রীদামোদর শালগ্রামই তাঁহাদের অলক্ষিতে গৃহ মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, ইহা মনে করিয়া তাঁহারা শ্রীদামোদরের অভিষেক-ভোগ-পূজাদির অনুষ্ঠান করেন। অন্য একদিন বালগোপাল-উপাসক কোন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ মিশ্র-গৃহে অতিথি হন। সেই ব্রাহ্মণ রন্ধনাদি সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভোগ-নিবেদনার্থ ধ্যানস্থ হইলে, প্রেমিক বিপ্রকে কৃপা করিবার জন্য গৌর-গোপাল তথায় উপস্থিত হইয়া একগ্রাস অন্ন ভক্ষণ করেন। তৈর্থিক-বিপ্র বালককে কৃষ্ণনৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে দেখিয়া 'চঞ্চল বালক কৃষ্ণভোগের অন্ন নষ্ট করিল' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন। পুরন্দর মিশ্র ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে বালককে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া পরে বিপ্রের অনুরোধে তাহা হইতে ক্ষান্ত হন এবং ব্রাহ্মণকে পুনরায় কৃষ্ণের ভোগ-রন্ধন করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। সকলের পরামর্শ মতো শচীদেবী বিপ্রের ভোজন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বালককে লইয়া কোন প্রতিবেশীর গৃহে অপেক্ষা করিতে থাকেন। এদিকে মিশ্র-গৃহে তৈর্থিক বিপ্র দ্বিতীয়বার ভোগ রন্ধন করিয়া তাহা বালগোপালকে নিবেদন করিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলে চিত্তাধিষ্ঠাতা গৌরসুন্দর সকলকে যোগমায়া দ্বারা মোহিত করিয়া বিপ্রের নিকট আগমনপূর্বক তাঁহার অন্ন ভোজন করিতে আরম্ভ করেন। 'ভোগ নষ্ট হইল' বলিয়া পুনরায় বিপ্র উচ্চরব করিয়া উঠিলে, মিশ্র জানিতে পারিয়া নিমাইর প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধ প্রদর্শন করেন। এবার বিশ্বম্ভরাগ্রজ বিশ্বরূপের বিশেষ অনুরোধে বিপ্র পুনরায় রন্ধন করিতে স্বীকৃত হন। যাহাতে চঞ্চল বালক পুনরায় নৈবেদ্য নষ্ট করিতে না পারে, এইজন্য আপ্তবর্গ বালককে বেষ্টন করিয়া এবং মিশ্র গৃহের দ্বারে প্রহরিরূপে বসিয়া থাকিলেন। মিশ্রপ্রমুখ সকলেই বালককে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবার পরামর্শ প্রদান করেন। এদিকে বালকরূপী গৌরহরি গৃহমধ্যে যোগনিদ্রা-লীলা প্রদর্শন করিলে সকলেই নিশ্চিত হন, এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়েন। তৃতীয়বার ব্রাহ্মণ ধ্যানে বসিয়া বালগোপালকে ভোগ নিবেদন করিলে এবারও গৌরগোপাল আসিয়া পুনরায় বিপ্রের অন্ন ভোজন করেন। সকলেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধৃক্ চতুর্ভুজরূপে এবং একহস্তে নবনীত-ধারণপূর্বক, অপর হস্তে তাহা ভক্ষণ এবং অন্য দুই হস্তে মুরলী বাদন করিতেছেন ---এইরূপ অপূর্বরূপে স্বীয় ধামের সহিত আবির্ভূত হইয়া সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণকে প্রচুর কৃপা করেন এবং তাঁহার নিকট নিজতত্ত্ব, বিপ্রের নিত্যকিঙ্করত্ব এবং স্বীয় অবতারের কারণ প্রভৃতি বর্ণন করিয়া সেই গুহ্যকথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। তদ্‌বধি বিপ্রবর দিবসে অন্যত্র ভিক্ষাদি করিয়া প্রতিদিন একবার নবদ্বীপে মিশ্র-গৃহে আসিয়া নিজাভীষ্টদেবকে দর্শন করিয়া যাইতেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় ভক্তিপ্রিয় প্রভু বিশ্বম্ভর।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপদ মহা-মহেশ্বর।।১।।

অধোক্ষজ মহাপ্রভুর অপরোক্ষ-লীলা—

হেনমতে আছে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
অলক্ষিতে বহুবিধ স্ব-প্রকাশ করে।।২।।

গ্রন্থানয়নার্থ মিশ্রের বিশ্বম্ভরকে আদেশ—

একদিন ডাকি' বোলে মিশ্র-পুরন্দর।
'আমার পুস্তক আন' বাপ বিশ্বম্ভর!'৩।।

নিমাইয়ের গৃহে প্রবেশমাত্র মিশ্রের নূপুরধ্বনি-শ্রবণ—

বাপের বচন শুনি' ঘরে ধাঞা যায়।
রুণুঝুনু করিয়ে নূপুর বাজে পায়।।৪।।

মিশ্র ও শচীর নূপুরধ্বনির কারণনির্ণয়-চেষ্টা—

মিশ্র বোলে,—'কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি?'
চতুর্দিকে চায় দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।।৫।।

নিমাইর পদ নূপুর-শূন্য বলিয়া উভয়ের তৎকারণানুমান—

'আমার পুত্রের পা'য়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর? ৬।।

উভয়ের বিস্ময় ও নির্বাকত্ব—

কি অদ্ভুত! ''দুইজনে মনে মনে গণে''।
বচন না স্ফুরে দুইজনের বদনে।।৭।।

গ্রন্থ প্রদানপূর্বক প্রভুর প্রস্থানানন্তর উভয়ের গৃহপ্রবেশ—

পুঁথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে গিয়া গৃহের মাঝেতে।।৮।।

গৃহে সর্বত্র শ্রীবিষ্ণুর চরণচিহ্ন-দর্শন—

সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন।।৯।।

তৎফলে উভয়ের স্ব-সৌভাগ্য-স্মরণে আনন্দাশ্রুপুলক—

আনন্দিত দোঁহে দেখি' অপূর্ব চরণ।
দোঁহে হৈলা পুলকিত সজল-নয়ন।।১০।।

উভয়ের দণ্ডবৎ প্রণাম ও মোক্ষলাভাশা—

পাদপদ্ম দেখি' দোঁহে করে নমস্কার।
দোঁহে বোলে,—'নিস্তারিনু, জন্ম নাহি আর'।।১১।।

অর্চা-মূর্তি শালগ্রামকে নৈবেদ্যভোগার্পণেচ্ছায় পত্নীকে রন্ধনার্থ আদেশ—

মিশ্র বোলে,—''শুন, বিশ্বরূপের জননী!
ঘৃত-পরমান্ন রান্ধহ আপনি।।১২।।

স্বয়ং অর্চনাঙ্গীকার—

ঘরে যে আছেন দামোদর-শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করামু তানে স্নান।।১৩।।

গৃহদেবতার পদ-সঞ্চারণানুমান—

বুঝিলাঙ,—তেঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএব শুনিলাঙ নূপুরের ধ্বনি।।''১৪।।

উভয়ের উৎসাহভরে শালগ্রামার্চন; অন্তর্যামী প্রভুর হাস্য—

এইমতে দুইজনে পরম-হরিষে।
শালগ্রাম পূজা করে, প্রভু মনে হাসে।।১৫।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

সর্বেশ্বরেশ শ্রীবিষ্ণু পদতলে ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ এবং পতাকা-চিহ্ন অবস্থিত।।১।।

লোকের অক্ষজ দৃষ্টিপথ ও বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া অধোক্ষজ শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় অনন্ত-বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ বৈকুণ্ঠলীলা প্রকটিত বা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।।৪।।

রণুঝুনু,—নূপুরাদির মৃদু মধুর গুঞ্জন-ধ্বনি, নিক্কণ।।৫।।

যিনি একবার মাত্রও বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করেন, তিনি সংসার হইতে নিস্তার লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহার অপৌনর্ভবরূপ পরম-পদ মুক্তি-লাভ ঘটে; (বিষ্ণুধর্মোত্তরে—) 'তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে মনুষ্যা মন্দবুদ্ধয়ঃ। যাবদ্রূপং ন পশ্যন্তি কেশবস্য মহাত্মনঃ।।'' ইহা জানিয়াই মর্ত্যাভিমানী বিপ্রদম্পতির ঐরূপ উক্তি।।১১।।

প্রভু ও তৈর্থিক ব্রাহ্মণাখ্যান—

আর এক কথা শুন পরম-অদ্ভুত।
যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথ-সুত।।১৬।।

তৈর্থিক-ব্রাহ্মণের পূর্ব পরিচয়—

পরম-সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্য্যটন।।১৭।।

বালগোপাল-মন্ত্রোপাসক বৈষ্ণব-বিপ্র—

ষড়ক্ষর গোপালমন্ত্রের করে উপাসন।
গোপাল-নৈবেদ্য বিনা না করে ভোজন।।১৮।।

তীর্থভ্রমণমুখে বিপ্রের মিশ্রগৃহে আগমন—

দৈবে ভাগ্যবান্ তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাড়ীতে।।১৯।।

কণ্ঠে-বক্ষে বালগোপাল ও শালগ্রামধারী বিপ্র—

কণ্ঠে বালগোপাল ভূষণ শালগ্রাম।
পরমব্রহ্মণ্য-তেজ, অতি অনুপম।।২০।।

কৃষ্ণকীর্তনপর প্রেমিক বিপ্র—

নিরবধি মুখে বিপ্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে।
অন্তরে গোবিন্দ-রসে দুইচক্ষু ঢুলে।।২১।।

স্বগৃহে অতিথিরূপে বৈষ্ণব বিপ্র-দর্শনে মিশ্রের দণ্ডবৎ প্রণাম—

দেখি' জগন্নাথ-মিশ্র তেজ সে তাঁহার।
সম্ভ্রমে উঠিয়া করিলেন নমস্কার।।২২।।

মিশ্রের যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব-গৃহস্থোচিত অতিথি-সৎকার—

অতিথি-ব্যভার-ধর্ম যেন-মতে হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয়।।২৩।।

মিশ্রের স্বয়ং জল ও আসন দ্বারা অতিথি-পূজন—

আপনে করিয়া তান পাদ প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি' উত্তম আসন।।২৪।।

মধুরবাক্যে বিপ্রের পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

সুস্থ হই' বসিলেন যদি বিপ্রবর।
তবে তানে মিশ্র জিজ্ঞাসেন,—'কোথা ঘর?'২৫।।

অমানী বৈষ্ণব-বিপ্রের সদৈন্যে আত্মপরিচয়-প্রদান—

বিপ্র বোলে,—'আমি উদাসীন দেশান্তরী।
চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্যটন করি।।'২৬।।

মহৎ বা বৈষ্ণব-জ্ঞানে মিশ্রের বিপ্র-স্তুতি ও তৎপাদ-রজোহভিষিক্ত জগতের সৌভাগ্য-বর্ণন—

প্রণতি করিয়া মিশ্র বোলেন বচন।
''জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্যটন।।২৭।।

বৈষ্ণবাগমনে মিশ্রের স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন ও বৈষ্ণব-ভোজনোদ্যোগার্থ তদাজ্ঞা-যাচ্ঞা—

বিশেষতঃ আজি আমার পরম সৌভাগ্য।
আজ্ঞা দেহ',—রন্ধনের করি গিয়া কার্য্য।।''২৮।।

বিপ্রের অনুমতি-দান—

বিপ্র বোলে,—'কর, মিশ্র, যে ইচ্ছা তোমার'।
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার।।২৯।।

দামোদর শালগ্রাম—চতুর্বিংশতি শালগ্রাম-শিলার অন্যতম (হঃ ভঃ বিঃ—৫ম বিঃ দ্রষ্টব্য), জগন্নাথ-মিশ্রের গৃহদেবতা শ্রীশালগ্রাম-অর্চা-বিগ্রহ।

পঞ্চগব্য,—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র; স্নান,—অভিষেক।।১৩।।

ষড়ক্ষর গোপাল-মন্ত্র,—চতুর্থ্যন্ত ও প্রণব-কামবীজপুটিত নমঃ-শব্দ-সংযুক্ত গোপাল-মন্ত্র।।১৮।।

কণ্ঠে বালগোপাল,—কণ্ঠদেশে অলঙ্কারস্বরূপ বালগোপাল ও শালগ্রাম, অর্চা-বিগ্রহদ্বয়।।২০।।

গোবিন্দ রসে,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ অপ্রাকৃত রসে। বালগোপাল-সেবা-রত জনের বাৎসল্যরসই জানিতে হইবে। তাঁহার স্বাভীষ্ট-দেব বালগোপালের দর্শন-লালসাময় সতৃষ্ণ নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত হইতেছিল।

সম্ভ্রমে,—সম্মানপূর্বক।।২২।।

অতিথি-ব্যবহার-ধর্ম,—যে আগন্তুক ব্যক্তি একটী তিথিমাত্র গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করিয়া পরবর্তী দ্বিতীয়তিথিতে তথায় আর বাস করেন না, তাঁহাকে 'অতিথি' বলে। গৃহস্থগণ একদিন-মাত্র অতিথি সেবার অবসর প্রাপ্ত হন। ব্যবহার ধর্মে গৃহস্থ অবশ্যই অতিথির সৎকার করিবেন। অতিথি-সৎকার—গুরুসেবার তুল্য, অথবা অতিথি—নারায়ণের ন্যায় পূজ্য।।২৩।।

মিশ্র ও শচী কর্তৃক বিপ্রের কৃষ্ণনৈবেদ্য-রন্ধনার্থ সর্ববিধ আয়োজন-সম্পাদন—

রন্ধনের স্থান উপস্করি' ভাল-মতে।
দিলেন সকল সজ্জ রন্ধন করিতে।।৩০।।

বিপ্রের প্রথমবার রন্ধন ও ধ্যানে অভীষ্টদেবকে নৈবেদ্যার্পণ—

সন্তোষে ব্রাহ্মণবর করিয়া রন্ধন।
বসিলেন কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন।।৩১।।

সর্বান্তর্যামী প্রভুর বিপ্র কর্তৃক স্বীয় আহ্বানোপলব্ধি—

সর্বভুত-অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
মনে আছে,—বিপ্রেরে দিবেন দরশন।।৩২।।

বিপ্রের ইষ্টদেব-ধ্যানমাত্র নিমাইর আগমন—

ধ্যানমাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর।
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।।৩৩।।

শিশু নিমাইর রূপ বর্ণন—

ধূলাময় সর্ব-অঙ্গ, মূর্তি দিগম্বর।
অরুণ-নয়ন, কর-চরণ সুন্দর।।৩৪।।

অভিন্ন ধ্যেয় অভীষ্টবিগ্রহস্বরূপে নিমাইর বিপ্রার্পিত নৈবেদ্য ভোজন—

হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন, দেখে বিপ্রবরে।।৩৫।।

সাক্ষাদ্ভীষ্টবিগ্রহের নৈবেদ্যগ্রহণ-হেতু মহাভাগ্যবান্ হইয়াও বিষ্ণুমায়া-বশে প্রভুকে সামান্য শিশু ভ্রম-হেতু বিপ্রের প্রভু-কর্তৃক নৈবেদ্যগ্রহণ-দর্শনে চিৎকার—

'হায় হায়' করি' ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
'অন্ন চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে।।'৩৬।।

বিপ্রের চিৎকার-শ্রবণে মিশ্রের নিমাইকে বিষ্ণু-নৈবেদ্য-ভোজনরত-দর্শন—

আসিয়া দেখেন জগন্নাথ-মিশ্রবর।
ভাত খায়, হাসে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।।৩৭।।

ক্ষুধার্ত অতিথি বিপ্রের প্রতি নিমাইর আচরণ-দর্শনে ক্রোধভরে মিশ্রের নিমাইকে প্রহারোদ্যম, বিপ্রের নিবারণ—

ক্রোধে মিশ্র ধাইয়া যায়েন মারিবারে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে।।৩৮।।

নিমাইকে বিবেকহীন শিশু-জ্ঞানে তৎপ্রহারোদ্যত মিশ্রকে বিপ্রের ভৎর্সনা ও শপথপ্রদান—

বিপ্র বোলে,—"মিশ্র, তুমি বড় দেখি আর্য!
কোন্ জ্ঞান বালকের মারিয়া কি কার্য?৩৯।।
ভাল-মন্দ-জ্ঞান যার থাকে, মারি তারে।
আমার শপথ, যদি মারহ উহারে।।"৪০।।

নিমাই-কর্তৃক ক্ষুধার্ত অতিথি বিপ্রের অবমাননা চিন্তা করিয়া মিশ্রের চিন্তা-মগ্নতা—

দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে।
মাথা নাহি তোলে মিশ্র, বচন না স্ফুরে।।৪১।।

মিশ্রকে বিপ্রের সান্ত্বনা প্রদান ও ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা ও কৃপা-শক্তিতে বিশ্বাস—

বিপ্র বোলে,—"মিশ্র, দুঃখ না ভাবিহ মনে।
যে দিনে যে হবে, তাহা ঈশ্বর সে জানে।।৪২।।

পক্বান্ন-ভোজনে প্রথমেই বিঘ্ন-সন্দর্শনে বিপ্রের পুনঃ রন্ধন-স্পৃহা ত্যাগ ও ফলমূল-ভোজনেচ্ছা—

ফল-মূল-আদি গৃহে যে থাকে তোমার।
আনি' দেহ' আজি তাহা করিব আহার।।"৪৩।।

উদাসীন,—বিরক্ত ও নিস্পৃহ; দেশান্তরী,—জন্মভূমি ব্যতীত অন্যদেশই 'দেশান্তর', তাহাতে বিচরণকারী; বিক্ষেপে মাত্র,—চাঞ্চল্য, ক্ষিপ্ততা বা বিক্ষোভ-বশতঃ।।২৬।।

জগতের ভাগ্যে তোমার পর্যটন,—(ভাঃ ১০।৮।৪—) "মহদ্‌বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ।।" শ্লোকটী দ্রষ্টব্য।।২৭।।

উপহার,—আয়োজন। উপস্করি'—সংস্কার—লেপনাদি করিয়া; সজ্জ—সজ্জা, আয়োজন বা উপকরণ।।২৯-৩০।।

সম্ভ্রমে,—সভয়ে; করে,—হস্তে।।৩৮।।

বিপ্রকে পুনঃ রন্ধনার্থ সদৈন্যে মিশ্রের অনুরোধ—

মিশ্র বোলে,—"মোরে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান।
আর-বার পাক কর, করি' দেঙ স্থান।।৪৪।।

অতিথিরূপী বিপ্রের পুনঃ রন্ধন ও ভোজনেই মিশ্র-কর্তৃক স্বীয় সন্তোষ-জ্ঞাপন—

গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার।
পুনঃ পাক কর, তবে সন্তোষ আমার।।"৪৫।।

উপস্থিত মিশ্রের সমস্ত আত্মীয়স্বজনগণেরও বিপ্রকে পুনঃ রন্ধনার্থ সনির্বন্ধ অনুরোধ—

বলিতে লাগিলা যত ইষ্ট-বন্ধুগণ।
"আমা-সবা" চাহি' তবে করহ রন্ধন।।"৪৬।।

সকলের ইচ্ছানুসারে তৈর্থিক বিপ্রের পুনঃ রন্ধনে সম্মতি-প্রদান—

বিপ্র বোলে,—"যেই ইচ্ছা তোমা-সবাকার।
করিব রন্ধন সর্বথায় পুনর্বার।।৪৭।।

সকলের হর্ষ ও পুনঃ পাকস্থান-সংস্কার-সাধন—

হরিষ হইলা সবে বিপ্রের বচনে।
স্থান উপস্করিলেন সবে ততক্ষণে।।৪৮।।

রন্ধনোপযোগি-দ্রব্যোপকরণাদি-প্রদান, বিপ্রের দ্বিতীয়বার রন্ধনোদ্‌যোগ—

রন্ধনের সজ্জ আনি' দিলেন ত্বরিতে।
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে।।৪৯।।

বিপ্রের রন্ধন-ভোজন-সমাপ্তি পর্যন্ত তদ্‌বিঘ্নকারক চঞ্চল শিশু নিমাইকে স্থানান্তরে রক্ষণার্থ সকলের পরামর্শ—

সবেই বোলেন,—"শিশু পরম চঞ্চল।
আর বার পাছে নষ্ট করয়ে সকল।।৫০।।
রন্ধন, ভোজন বিপ্র করেন যাবৎ।
আর-বাড়ী লয়ে শিশু রাখহ তাবৎ।।"৫১।।

নিমাই-সহ শচীমাতার প্রতিবেশী-ভবনে গমন—

তবে শচীদেবী পুত্রে কোলে ত' করিয়া।
চলিলেন আর-বাড়ী প্রভুরে লইয়া।।৫২।।

নারীগণের নিমাইকে মৃদু ভৎর্সনা—

সব নারীগণ বোলে,—"শুন রে নিমাই।
এমত করিয়া কি বিপ্রের অন্ন খাই!"৫৩।।

সহাস্যে প্রভুর স্বীয় নির্দোষতা-প্রতিপাদন—

হাসিয়া বোলেন প্রভু শ্রীচন্দ্রবদনে।
"আমার কি দোষ, বিপ্র ডাকিলা আপনে?"৫৪।।

নারীগণের নিমাইকে পরিহাসোক্তি—

সবেই বোলেন,—"অয়ে নিমাই ঢাঙ্গাতি!
কি করিবা, এবে যে তোমার গেল জাতি?৫৫।।
কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন্ কুল, কেবা চিনে?
তার ভাত খাই' জাতি রাখিবা কেমনে?"৫৬।।

নারীগণের প্রশ্নোত্তরে নিমাইর নিজ-গোপরাজ-তনয়ত্ব-কথন; সম্বন্ধজ্ঞানী মুক্তেরই কৃষ্ণভজন-যোগ্যতা—

হাসিয়া কহেন প্রভু,—"আমি যে গোয়াল।
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্বকাল।।৫৭।।
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়?"
এত বলি' হাসিয়া সবারে প্রভু চায়।।৫৮।।

উত্তরপ্রদানচ্ছলে নিজ-তত্ত্ব কহিলেও বৈষ্ণবীমায়া-বশে সকলের তদনুপলব্ধি—

ছলে নিজ-তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
তথাপি না বুঝে কেহ,—হেন মায়া তান।।৫৯।।

নিমাইর পরমার্থ-বাক্য শ্রবণ করিয়াও বালভাষণ-ভ্রমে সকলের হাস্য—

সবেই হাসেন শুনি, প্রভুর বচন।
বক্ষ হৈতে এড়িতে কাহারো নাহি মন।।৬০।।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"হে মিশ্র! আপনি—বয়স্ক ও মাননীয়, আর এই শিশু—নিতান্ত অজ্ঞ বালক; ইহার অজ্ঞতার জন্য প্রহারপূর্বক শাসন করা কর্তব্য নহে।।৩৯।।

হিতাহিত-বিবেকহীন বালকের প্রতি প্রহার কর্তব্য নহে, অতএব আমি শপথ প্রদান করিতেছি অর্থাৎ আপনার প্রহার-কার্যে আমি বাধা দিতেছি।।৪০।।

সকলেরই সর্বক্ষণ নিমাইকে স্ব-স্ব-ক্রোড়ে রক্ষণেচ্ছা ও হর্ষাতিশয়—

হাসিয়া যায়েন প্রভু যে-জনার কোলে।
সেই জন আনন্দ-সাগর-মাঝে বুলে।।৬১।।

পুনঃ রন্ধনান্তে বিপ্রের ইষ্টমন্ত্র-যোগে ধ্যানে অভীষ্টদেব বালগোপালকে নৈবেদ্যার্পণ—

সেই বিপ্র পুনর্বার করিয়া রন্ধন।
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন।।৬২।।

সর্বান্তর্যামী বিশ্বম্ভরের তদ্‌বগতি—

ধ্যানে বালগোপাল ভাবেন বিপ্রবর।
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর।।৬৩।।

সকলকে স্বীয় মায়ায় মুগ্ধ করিয়া অতর্কিতাবস্থায় প্রভুর নৈবেদ্য স্থানে আগমন—

মোহিয়া সকল-লোক অতি অলক্ষিতে।
আইলেন বিপ্রস্থানে হাসিতে হাসিতে।।৬৪।।

নৈবেদ্যান্ন গ্রহণপূর্বক নিমাইর পলায়ন—

অলক্ষিতে এক-মুষ্টি অন্ন লঞা করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু,—দেখে বিপ্রবরে।।৬৫।।

তদ্দর্শনে তৈর্থিক বিপ্রের সভয়ে চিৎকার—

‘হায় হায়’ করিয়া উঠিল বিপ্রবর।
ঠাকুর খাইয়া ভাত দিল এক রড়।।৬৬।।

ক্রোধভরে মিশ্রের নিমাইর পশ্চাদ্ধাবন—

সম্ভ্রমে উঠিয়া মিশ্র হাতে বাড়ি লৈয়া।
ক্রোধে ঠাকুরেরে লৈয়া যায় ধাওয়াইয়া।।৬৭।।

সভয়ে নিমাই—পলায়িত ও গৃহে লুক্কায়িত; মিশ্রের তর্জন-গর্জন—

মহাভয়ে প্রভু পলাইলা এক-ঘরে।
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি’ তর্জগর্জ করে।।৬৮।।

রোষভরে মিশ্রের শাসনোক্তি—

মিশ্র বোলে—“আজি দেখ’ করোঁ তোর কার্য।
তোর মতে পরম-অবোধ আমি আর্য! ৬৯।।

ভৎর্সন-পূর্বক নিমাইকে প্রহারোদ্যম—

হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে?”
এত বলি’ ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভু-পাছে।।৭০।।

সকলের নিবারণ সত্ত্বেও মিশ্রের নিমাইকে প্রহারে নির্বন্ধ—

সবে ধরিলেন যত্ন করিয়া মিশ্রেরে।
মিশ্র বোলে,—“এড়, আজি মারিমু উহারে।।”৭১।।

ঈশ্বরের ইচ্ছামত যে দিন যাহার খাদ্য তিনি প্রদান করেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরই যে ফলদাতা, তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। জীব ভবিষ্যদ্দৃষ্টি-বঞ্চিত। জীবের যাহা ‘অদৃষ্ট’, ঈশ্বরের তাহা—পরিজ্ঞাত বিষয়।।৪২।।

এস্থলে বৈষ্ণব- অতিথির প্রতি মিশ্রের বৈষ্ণবোচিত দৈনোক্তি-জ্ঞাপন বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।।৪৪।।

সম্ভার,—সামগ্রী, উপযোগি-দ্রব্য।।৪৫।।

আমা সবা’ চাহি,—আমাদের প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত করিয়া।।

সর্বথায়,—নিশ্চয়, সর্বতোভাবে।।৪৭।।

ঢাঙ্গাতি,—যে-ব্যক্তি ঢঙ্গত্ব বা কপটবৃত্তি, ছল ও চাতুর্য আচরণ করে।

নারীগণ বলিতেছেন,—“ওহে নিমাই! কাপট্য, ছল ও চাতুর্য প্রদর্শন করিতে গিয়া তুমি অজ্ঞাত-কুলশীল ও আপনাকে ‘ব্রাহ্মণ’ বলিয়া পরিচয়-দানকারী এই ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করায় তোমার বংশগত পবিত্রতা, সবই নষ্ট হইল?”৫৫-৫৬।।

প্রভু বলিলেন,—“আমি গোপজাতি, তজ্জন্য আমি ব্রাহ্মণপ্রদত্ত অন্ন সর্ব-সময়ে খাইয়া থাকি।”—ইহাতে একদিকে প্রভুর ত্রিকালসত্যতা ও সর্বজ্ঞতা এবং অপরদিকে তাঁহার অপ্রাকৃত শুদ্ধভগবজ্ জ্ঞানি-ব্রাহ্মণ-বশ্যতা প্রকাশিত হইল; পক্ষান্তরে, গোপবালোচিত চাঞ্চল্য ও প্রকাশিত হইল।।৫৭।।

নিজতত্ত্ব,—স্বীয় স্বয়ংরূপ কৃষ্ণস্বরূপত্ব।।৫৯।।

এড়িতে,—নামাইতে, ছাড়িতে।।৬০।।

মিশ্রকে সকলের অনুযোগ—

সবেই বোলেন,—"মিশ্র, তুমি ত' উদার।
উহারে মারিয়া কোন্ সাধুত্ব তোমার? ৭২।।

স্নেহবৎসল সকলেরই অবোধ চঞ্চল শিশু-জ্ঞানে নিমাইর পক্ষ-সমর্থন—

ভাল-মন্দ-জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।
পরম অবোধ, যে এমন শিশু মারে।।৭৩।।
মারিলেই কোন্ বা শিখিবে, হেন নয়।
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয়।।"৭৪।।

দ্রুতবেগে বিপ্রের আগমন ও মিশ্রকে নিবারণ—

আথে-ব্যথে আসি' সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মিশ্রের ধরিয়া হাতে বোলেন বচন।।৭৫।।

দৈব বা অদৃষ্টরূপী বিধাতার উপর বিপ্রের নির্ভরোক্তি—

"বালকের নাহি দোষ, শুন, মিশ্র-রায়।
যে দিনে যে হবে, তাহা হইবারে চায়।।৭৬।।

স্বীয় অন্নভোজন-রাহিত্যরূপ বিধিনির্বন্ধ-কথন—

আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখেন আমারে।
সবে এই মর্মকথা কহিলুঁ তোমারে।।"৭৭।।

ক্ষুধার্ত অতিথি বৈষ্ণব-বিপ্রের ভোজন-বিঘ্নহেতু অভুক্ত অবস্থা-দর্শনে মিশ্রের দুঃখ ও ক্ষোভ—

দুঃখে জগন্নাথ-মিশ্র নাহি তোলে মুখ।
মাথা হেঁট করিয়া ভাবেন মনে দুঃখ।।৭৮।।

বিশ্বম্ভরাগ্রজ বিশ্বরূপের তথায় আগমন—

হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান্।
সেইস্থানে আইলেন মহাজ্যোতির্ধাম।।৭৯।।

মূলসঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ-রামের অভিন্নপ্রকাশ মহাসঙ্কর্ষণ বিশ্বরূপের অসমোর্ধ্ব রূপ-মহিমা—

সর্ব-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
চতুর্দশ-ভুবনেও নাহিক উপমা।।৮০।।
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র, ব্রহ্মতেজ মূর্তিমন্ত।
মূর্তিভেদে জন্মিলা আপনি নিত্যানন্দ।।৮১।।

সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহ বিশ্বরূপের বিষ্ণুভক্তিপর ব্যাখ্যা—

সর্বশাস্ত্রের অর্থ সদা স্ফুরয়ে জিহ্বায়।
কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা মাত্র করয়ে সদায়।।৮২।।

বিশ্বরূপের অপূর্ব রূপ-দর্শনে বিপ্রের বিস্ময়—

দেখিয়া অপূর্ব মূর্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মুগ্ধ হৈয়া একদৃষ্টে চাহে ঘনে-ঘন।।৮৩।।

বিপ্র-কর্তৃক বিশ্বরূপের পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

বিপ্র বোলে,—'কার পুত্র এই মহাশয়?'
সবেই বোলেন,—'এই মিশ্রের তনয়।।"৮৪।।

বিপ্রের বিশ্বরূপকে আলিঙ্গন ও মিশ্র-শচীকে ধন্যবাদ—

শুনিয়া সন্তোষে বিপ্র কৈলা আলিঙ্গন।
"ধন্য পিতা মাতা, যার এ-হেন নন্দন।।"৮৫।।

স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া জগতে মর্যাদা ও মানদ-ধর্ম-শিক্ষা-দানার্থ অতিথি বৈষ্ণব-বিপ্রকে প্রণাম ও স্তুতি-ধন্যবাদ—

বিপ্রেরে করিয়া বিশ্বরূপ নমস্কার।
বসিয়া কহেন কথা অমৃতের ধার।।৮৬।।

বৈষ্ণব অতিথি-লাভে সকল গৃহস্থেরই সুকৃতি-সঞ্চয়—

"শুভ দিনে তার মহাভাগ্যের উদয়।
তুমি-হেন অতিথি যাহার গৃহে হয়।।৮৭।।

চিত্তের ঈশ্বর,—অন্তর্যামী, পরমাত্মা।।৬৩।।

মোহিয়া,—মোহিত করিয়া।।৬৪।।

রড়,—দৌড়, ছুট্ (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত 'লড়'-শব্দ)।।৬৬।।

সম্ভ্রমে,—সরোষে; বাড়ি—যষ্টি, লাঠি, ঠেঙ্গা (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত); ঠাকুরেরে,—প্রভুকে; ধাওয়াইয়া,—পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, অর্থাৎ পশ্চাতে দ্রুত ছুটিয়া বা তাড়া করিয়া।।৬৭।।

তর্জগর্জ,—তর্জন-গর্জন, ভয়-প্রদর্শনার্থ ক্রোধভরে তাড়ন, ভর্ৎসন বা শাসন।।৬৮।।

মিশ্র বলিলেন,—অরে দুষ্ট বালক, আমি অদ্য তোর দুষ্কার্য দেখিয়া লইব! আমি—এত বিজ্ঞ ও মান্য, আর তুই আমাকে নিতান্ত নির্বোধ জ্ঞান করিতেছিস্! তাহা—তোর পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়।।৬৯।।

বৈষ্ণব স্বয়ং আত্মারাম বা নিষ্কিঞ্চন পরমহংস হইয়াও 'পরদুঃখদুঃখী' স্বভাব-হেতু বিষ্ণুবিমুখ দীন-গৃহব্রত-জগৎকে বিষ্ণুসেবায় উন্মুখীকরণার্থ সর্বত্র ভ্রমণ—

জগৎ শোধিতে সে তোমার পর্যটন।
আত্মানন্দে পূর্ণ হই' করহ ভ্রমণ।।৮৮।।

যথার্থ মর্যাদা-দানাভিজ্ঞ বাগ্মিপ্রবর বিশ্বরূপের বৈষ্ণব-সেবক জীবাভিমানে স্বীয় যুগপৎ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য-কারণ-বর্ণন—

ভাগ্য বড়,—তুমি-হেন অতিথি আমার।
অভাগ্য বা কি কহিব,—উপাস তোমার।।৮৯।।

বৈষ্ণব অতিথির অভুক্তাবস্থায় প্রস্থান-ফলে গৃহস্থাশ্রমীর অশুভোদয়—

তুমি উপবাস করি' থাক' যার ঘরে।
সর্বথা তাহার অমঙ্গল-ফল ধরে।।৯০।।

বৈষ্ণবের দর্শনে হর্ষ, কিন্তু অভুক্তাবস্থা শ্রবণে বিষাদ—

হরিষ পাইনু বড় তোমার দর্শনে।
বিষাদ পাইনু বড় এ সব শ্রবণে।।''৯১।।

'তরোরপি সহিষ্ণু' ও অবিক্লবমতি বিপ্রের বিশ্বরূপকে সান্ত্বনা-প্রদান—

বিপ্র বোলে,—''কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ফল মূল কিছু আমি করিব ভোজনে।।৯২।।

নির্গুণ ভগবন্নিকেতনাশ্রিত আত্মারাম হইয়াও সদৈন্যে স্বীয় সাত্ত্বিক বনবাসিত্ব-জ্ঞাপন—

বনবাসী আমি, অন্ন কোথায় বা পাই।
প্রায় আমি বনে ফল-মূল মাত্র খাই।।৯৩।।

অজগর বৃত্তি—

কদাচিৎ কোন দিবসে বা খাই অন্ন।
সেহ যদি নির্বিরোধে হয় উপসন্ন।।৯৪।।

বিশ্বরূপ-দর্শনেই আত্মপ্রসাদ-লাভ—

যেন সন্তোষ পাইলাঙ তোমা' দরশনে।
তাহাতেই কোটি-কোটি করিলুঁ ভোজনে।।৯৫।।

অন্ন ব্যতিরিক্ত ফল-মূল-ভোজনেচ্ছা—

ফল, মূল, নৈবেদ্য যে কিছু থাকে ঘরে।
তাহা আন' গিয়া, আজি করিব আহারে।।৯৬।।

এড়'—ছাড়, থাম; মারিমু,—মারিব (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।।৭১।।

সাধুত্ব,—উত্তমতা, বুদ্ধিমত্তা।।৭২।।

স্বভাবক্রমেই শিশুগণ চঞ্চলমতি, এখন উহাকে শাসন করিয়া শিখাইলেও সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে না।।৭৪।।

রায়,—ঠাকুর, মহাশয়; ''যদভাবি ন তদ্‌ভাবি ভাবিচেন্ন তদন্যথা'' (হিতোপদেশ)।।৭৬।।

''কৃষ্ণ,—ফলপ্রদাতা বিধাতা; লিখেন,—মিলাবেন অর্থাৎ অদ্য আমার কপালে বা অদৃষ্টে অন্ন প্রাপ্তি ঘটিয়া উঠিবে না; মর্মকথা—রহস্য, মনের গূঢ় কথা।।৭৭।।

মহাজ্যোতির্ধাম—অচিৎ-প্রকাশক আলোকই সাধারণ ' জ্যোতিঃ-নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু অপ্রাকৃত চিৎপ্রকাশক আলোকই শুদ্ধসত্ত্ব বা মহাজ্যোতিঃ। সেই জ্যোতির আকরস্থানই 'শ্রীবলদেব', এবং তাঁহারই মূর্তিভেদ—শ্রীবিশ্বরূপ।।

শ্রীনিত্যানন্দই মূর্তিভেদে বিভিন্ন মূর্তিতে বিশ্বরূপ হইয়া প্রকটিত হন। বিশ্বরূপ সর্বদা সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তিই ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ প্রাকৃত-ভোগপর বিচার-দ্বারা শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া জীবকে জড়ভোগে নিযুক্ত করেন না।।৮২।।

শ্রীবিশ্বরূপপ্রভু তৈর্থিক বিপ্রকে লক্ষ্য করিয়া পরিব্রাজকোচিত ভুবনপাবন ধর্মের কথা বলিলেন। ভগবদ্ভক্তি—সর্বদা আত্মারাম অর্থাৎ কৃষ্ণসেবানন্দে পরিপূর্ণ, সুতরাং ভোগপর পর্যটকের ন্যায় ভ্রমণ করিবার পরিবর্তে তিনি জগতের বিষয়াভিনিবেশ হইতে গৃহমেধী জীবকুলকে কৃষ্ণ সেবোন্মুখ করাইয়া শোধন করেন।।৮৮।।

উপাস,—উপবাস।।৮৯।।

অর্থাৎ, তোমার দর্শন-ফলে আমার হর্ষ, কিন্তু তোমার উপবাস ফলে আমার বিষাদ, অর্থাৎ এই উভয় কারণেই আমার হর্ষবিষাদ উপস্থিত হইয়াছে।।৯১।।

অতিথি বৈষ্ণব-বিপ্রের অন্নভোজনে নিমাইর বিঘ্ন-সম্পাদন-হেতু অভুক্তাবস্থা-দর্শনে মিশ্রের গভীর দুশ্চিন্তা—

উত্তর না করে কিছু মিশ্র-জগন্নাথ।
দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাত।।৯৭।।

পুনঃ রন্ধনার্থ বিপ্রকে বাগ্মিপ্রবর মানদধর্ম-বিগ্রহ বিশ্বরূপের স্তুতিবাদ দ্বারা প্রবর্তন—

বিশ্বরূপ বোলেন,—''বলিতে বাসি ভয়।
সহজে করুণাসিন্ধু তুমি মহাশয়।।৯৮।।

সজ্জন-স্বভাব-বর্ণন—

পরদুঃখে কাতর-স্বভাব সাধুজন।
পরের আনন্দ সে বাড়ায় অনুক্ষণ।।৯৯।।

সামান্য শ্রম স্বীকারপূর্বক পুনঃ রন্ধনার্থ প্রার্থনা জ্ঞাপন—

এতেকে আপনে যদি নিরালস্য হৈয়া।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া।।১০০।।

বিপ্রের পুনর্নৈবেদ্য-রন্ধন-ভোজনেই সকলের দুঃখ-লাঘব ও হর্ষাপ্তির সম্ভাবনা—

তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ।
সকল ঘুচয়ে, পাই পরানন্দ-সুখ।।''১০১।।

স্বীয় অভীষ্টদেব কৃষ্ণের অনিচ্ছা জানাইয়া বিপ্রের পুনঃ রন্ধনে অনিচ্ছা-জ্ঞাপন—

বিপ্র বোলে,—''রন্ধন করিলুঁ দুইবার।
তথাপিহ কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার।।১০২।।

স্বীয় অদৃষ্টে কৃষ্ণের অনভিপ্রেত অন্নভোজনাভাব-জ্ঞাপণ—

তেঞি বুঝিলাঙ,—আজি নাহিক লিখন।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা নাহি,—কেনে করহ যতন? ১০৩।।

কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সর্বকর্ম সম্ভব, নতুবা সম্পূর্ণ অসম্ভব—

কোটি ভক্ষ্য-দ্রব্য যদি থাকে নিজ-ঘরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে।।১০৪।।

বিভুচৈতন্য কৃষ্ণেচ্ছার বিরুদ্ধে অণুচিৎ জীবের সমস্ত কৃত্রিম চেষ্টাই বিফল—

যে-দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করুক, তথাপি সিদ্ধ নয়।।১০৫।।

গভীর-রাত্রিতে পুনঃ রন্ধনে বিপ্রের অনিচ্ছা-জ্ঞাপন—

নিশা দেড় প্রহর, দুইও বা যায়।
ইহাতে কি আর পাক করিতে যুয়ায়?১০৬।।

পুনঃ রন্ধন-চেষ্টা ছাড়িয়া বিপ্রের ফলমূল-ভোজনেচ্ছা—

অতএব আজি যত্ন না করিহ আর।
ফল, মূল কিছু মাত্র করিমু আহার।।''১০৭।।

পুনঃ রন্ধনার্থ বিপ্রকে বিশ্বরূপের পুনঃ পুনঃ প্ররোচন—

বিশ্বরূপ বোলেন,—''নাহিক কোন দোষ।
তুমি পাক করিলে সে সবার সন্তোষ।।''১০৮।।

বিশ্বরূপের বিপ্রচরণ-ধারণ এবং সকলেরই বিপ্রকে পুনঃ রন্ধনার্থ অনুরোধ—

এত বলি' বিশ্বরূপ ধরিলা চরণ।
সাধিতে লাগিলা সবে করিতে রন্ধন।।১০৯।।

(ভাঃ ১১।২৫।২৫—) ''বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে''।।৯৩।।

নির্বিরোধে, নির্বিঘ্নে; উপসন্ন, উপস্থিত, আগত।।

বাসি, বোধ বা অনুভব করি, ভাবি, পাই।।৯৮।।

নিরালস্য হৈয়া,—একটু শ্রম স্বীকার করিয়া।।১০০।।

কৃষ্ণের ভোগ্য যাবতীয় ভক্ষ্যদ্রব্য গৃহে থাকিলেও কৃষ্ণ যদি তদীয় প্রসাদ-প্রদানের নির্বন্ধ করেন, তাহা হইলেই জীব সেই কৃষ্ণপ্রসাদ পাইতে পারেন; আর কৃষ্ণ যদি কাহারও প্রতি নিগ্রহ করেন, তাহা হইলে তাহার অসংখ্য প্রাকৃত আরোহ-চেষ্টা বিফল হয় মাত্র। অধোক্ষজসেবা—কৃপা বা প্রসাদ মুখে অবরোহ বা অবতার-বিচারেই সিদ্ধ; প্রাকৃত চেষ্টাবলম্বন বিচারে আরোহ-বাদ সুফল প্রসব করিতে পারে না।।১০৪-১০৫।।

যুয়ায়,—যোগ্য বা যুক্তিসঙ্গত হয়।।১০৬।।

কিছু-সামান্য।।১০৭।।

বিশ্বরূপ-রূপ-মুগ্ধ বিপ্রের অবশেষে পুনঃ রন্ধনে সম্মতি-প্রদান—

বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর।
'করিব রন্ধন'—বিপ্র বলিলা উত্তর।।১১০।।

হর্ষভরে সকলের হরিধ্বনি ও বিপ্রের রন্ধনস্থান-সংস্কার-সাধন—

সন্তোষে সবেই 'হরি' বলিতে লাগিল।
স্থান উপস্কার সবে করিতে লাগিল।।১১১।।

রন্ধনোপযোগি-দ্রব্যাদি পুনঃ প্রদান—

আথে-ব্যথে স্থান উপস্করি' সর্বজনে।
রন্ধনের সামগ্রী আনিলা ততক্ষণে।।১১২।।

বিপ্রের তৃতীয়বার রন্ধনোদ্‌যোগ; নিমাইকে সকলের বেষ্টন ও আবরণ—

চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন।
শিশু আবরিয়া রহিলেন সর্বজন।।১১৩।।

লুক্কায়িত নিমাইর গৃহদ্বারে মিশ্রের সতর্ক প্রহরি-কার্য—

পলাইয়া ঠাকুর আছেন যেই ঘরে।
মিশ্র বসিলেন সেই ঘরের দুয়ারে।।১১৪।।

দ্বাররুদ্ধপূর্বক গৃহমধ্যে নিমাইকে আবদ্ধ করিবার পরামর্শ—

সবেই বোলেন,—'বান্ধ' বাহির দুয়ার।
বাহির হইতে যেন নাহি পারে আর।।'১১৫।।

মিশ্রের উহাতে সম্মতি-প্রদান—

মিশ্র বোলে,—'ভাল, ভাল, এই যুক্তি হয়।'
বান্ধিয়া দুয়ার সবে বাহিরে আছয়।।১১৬।।

অলৌকিক-স্নেহবৎসল স্ত্রীগণের নিমাইর নিদ্রা দেখাইয়া সকলকে সান্ত্বনা-দান—

ঘরে থাকি' স্ত্রীগণ বোলেন,—'চিন্তা নাই।
নিদ্রা গেল, আর কিছু না জানে নিমাই।।'১১৭।।

সকলের নিমাইকে অবরোধ, বিপ্রেরও রন্ধন-সমাপন—

এইমতে শিশু রাখিলেন সর্বজন।
বিপ্রের হইল কতক্ষণেতে রন্ধন।।১১৮।।

তৈর্থিক বিপ্রের স্বাভীষ্টদেব কৃষ্ণকে ধ্যান-যোগে স্বহস্ত-পক্ক-নৈবেদ্যার্পণ—

অন্ন উপস্করি' সেই সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
ধ্যানে বসি' কৃষ্ণেরে করিলা নিবেদন।।১১৯।।

সর্বভূতান্তর্যামী প্রভুর বিপ্রকে দর্শন-প্রদানেচ্ছা—

জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
চিত্তে আছে,—বিপ্রেরে দিবেন দরশন।।১২০।।

প্রভুর ইচ্ছায় সকলেরই নিদ্রায় অচৈতন্যাবস্থা—

নিদ্রা দেবী সবারেই ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
মোহিলেন, সবেই অচেষ্ট নিদ্রা যায়।।১২১।।

বিপ্রের অন্ন নিবেদন-স্থলে নিমাইর আগমন—

যে-স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন।
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন।।১২২।।

নিমাইকে দেখিবা-মাত্র বিপ্রের সভয়ে চিৎকার, গভীর নিদ্রা-বশে সকলের তচ্ছ্রবণাভাব—

বালক দেখিয়া বিপ্র করে 'হায় হায়'।
সবে নিদ্রা যায়', কেহ শুনিতে না পায়।।১২৩।।

সকলে বলিলেন,—ঘরের বাহিরের ঝাঁপ বা দরজা দড়ি দিয়া বন্ধ কর, তাহা হইলেই নিমাই আর উহা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে না।।১১৬।।

চিত্তে,—ইচ্ছা বা অভিলাষ।।১২০।।

সকলে মনে করিলেন,—যখন অধিক রাত্রি হইয়াছে, তখন শিশু নিমাই শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িবে, সুতরাং তাহাকে আর আট্‌কাইয়া রাখিতে হইবে না। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় তাহার-বৈপরীত্য ঘটিল; মোহিনী নিদ্রা-দেবীর মৃদু মোহন অঞ্চল-স্পর্শে গৃহাভ্যন্তরস্থ সকলেই নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল।।১২১।।

আমার মন্ত্র জপ করিয়া তুমি আমাকেই আহ্বান কর, তজ্জনই আমি তোমার মন্ত্রে আহূত হইয়া তোমারই প্রদত্ত নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করি; কেহ কেহ বিচার করেন যে গোপাল-মন্ত্র দ্বারাই শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা ও নৈবেদ্য সমর্পিত হয় এবং তাদৃশ মন্ত্রেই তিনি নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। যদবধি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীঅর্চা-বিগ্রহের পূজার বিধি প্রপঞ্চে প্রচলিত ছিল না, তৎকালাবধি কৃষ্ণমন্ত্রেই

স্বভক্ত বিপ্রের প্রতি ভক্তবৎসল প্রভুর কৃপা-বচন—

প্রভু বোলে,—"অয়ে বিপ্র, তুমি ত' উদার।
তুমি আমা' ডাকি' আন', কি দোষ আমার?১২৪।।

বিপ্র-সমীপে স্বীয় আগমন-কারণ-বর্ণন—

মোর মন্ত্র জপি' মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি, আসি তোমা'-স্থান।।১২৫।।

বিপ্র সমীপে স্বীয় দর্শন প্রদান-কারণ-বর্ণন—

আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব' তুমি।
অতএব তোমারে দিলাঙ দেখা আমি।।"১২৬।।

বিপ্রকে প্রভুর স্বীয় অষ্টভুজ রূপ-প্রদর্শন—

সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,—অষ্টভুজ রূপ।।১২৭।।
একহস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়।।১২৮।।

সেই অপ্রাকৃত রূপ-বর্ণন—

শ্রীবৎস, কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব-অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার।।১২৯।।
নবগুঞ্জা-বেড়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ-অধর শোভা করে।।১৩০।।
হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল।
বৈজয়ন্তী-মালা দোলে মকর-কুণ্ডল।।১৩১।।
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্ন-নূপুর।
নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর।।১৩২।।

অপ্রাকৃত ধাম-দর্শন ও ধাম-বর্ণন—

অপূর্ব কদম্ববৃক্ষ দেখে সেইখানে।
বৃন্দাবনে দেখে,—নাদ করে পক্ষিগণে।।১৩৩।।
গোপ-গোপী-গাভীগণ চতুর্দিকে দেখে।
যাহা ধ্যান করে, তা'ই দেখে পরতেকে।।১৩৪।।

স্বাভীষ্টদেবকে সাক্ষাদ্দর্শন-ফলে বিপ্রের আনন্দ-মূর্চ্ছা—

অপূর্ব ঐশ্বর্য দেখি' সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তখন।।১৩৫।।

ভক্তাঙ্গে ভক্তবৎসল প্রভুর শ্রীহস্তার্পণ—

করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তান অঙ্গের উপর।।১৩৬।।

শ্রীহস্তস্পর্শ ও দর্শন-ফলে বিপ্রের
প্রেমানন্দ-মোহ বর্ণন—

শ্রীহস্ত-পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হইল জড়, না স্ফুরে বচন।।১৩৭।।

প্রভুর পূজার্চনাদি নির্বাহ হইত, কিন্তু যৎকালে প্রচ্ছন্ন-অবতারী কৃষ্ণ কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ নিজজনগণের নিকট স্বীয় স্বরূপ, বিগ্রহ বা নাম প্রকটিত করিলেন, তদবধি তাঁহার প্রভুর নিত্য-নাম-মন্ত্রাদি প্রকটিত করিয়া শ্রীগৌরমন্ত্রেই শ্রীগৌরবিগ্রহের পূজার্চনাদি করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রচ্ছন্ন-অবতারীর কৃপা-লাভে বঞ্চিত হন, তাঁহারাই শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চা-বিগ্রহকে কৃষ্ণমন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করিবার ছলনা করেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের শ্রীগৌরপূজা বিহিত হয় না এবং গৌরলীলার নিত্যত্বোপলব্ধির অভাবে তাঁহারা কৃষ্ণকৃপা হইতে বঞ্চিত হন মাত্র।

কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিলে কৃষ্ণ বা গৌরসুন্দর তাহা স্বীকার করিয়া জপকারীর নিকট প্রকাশিত হন। কিন্তু গৌর-কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি অশ্রৌতপন্থায় কৃষ্ণমন্ত্র-জপচেষ্টা দেখাইয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন না করায়, তাহার সংসারমোচনে বাধা হইয়া পড়ে, সুতরাং কৃষ্ণমন্ত্রজপদ্বারা অনেক সময় শ্রীগৌরসুন্দরের পূজায় পূজকের রুচির অভাব দেখা যায়। যাহাদের গৌরসুন্দরের পূজায় কৃষ্ণপ্রতীতি নাই, শ্রীরায়-রামানন্দ তাহাদিগকে গৌরকৃপা হইতে বঞ্চিত করেন এবং তাহাদের নয়নে গান্ধর্বিকা-গিরিধরের শ্রীরূপ দর্শন প্রদান করেন না, তাহারা ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সাদি দোষচতুষ্টয়ে আবৃত্ত হওয়ায় শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীরাধা গোবিন্দের দর্শন প্রাপ্ত হন না, সুতরাং শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শনাভাবে চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয়-শ্লোকের মর্মানুসারে গৌরসুন্দরের প্রতি মায়িক দৃষ্টি বা চেষ্টাবশতঃ শ্রীগৌরসুন্দর তাহাদের নয়নে পরিদৃষ্ট হন না; পরন্তু, স্ব-স্ব জড়ীয় খর্ব প্রাকৃত-চক্ষুর্দ্বারা গৌরসুন্দরকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ বস্তু-জ্ঞানে একজন 'সন্ন্যাসী', 'ধর্মসংস্কারক বা 'কৃত্রিম ভাবুক সাধু' প্রভৃতি অবান্তর রূপে দর্শন তাহাদিগের নয়ন আচ্ছন্ন করে।।১২৫।।

পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।
পুনঃ উঠে, পুনঃ পড়ে মহা-কুতূহলে।।১৩৮।।
কম্প-স্বেদ-পুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জলে যেন গঙ্গা-নদী বহে।।১৩৯।।

বিপ্রের স্বাভীষ্টদেব-সম্মুখে নির্বেদ-ক্রন্দন—

ক্ষণেকে ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ-রবেতে ক্রন্দন।।১৪০।।

ভক্তবৎসল প্রভুর স্বভক্ত-প্রতি কৃপা-বাক্য—

দেখিয়া বিপ্রের আর্তি শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিলা উত্তর।।১৪১।।

বিপ্রের নিত্য গৌরকৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য—

প্রভু বোলে,—"শুন শুন, অয়ে বিপ্রবর।
অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর।।১৪২।।

বিপ্র-সমীপে স্বীয় দর্শন প্রদান-কারণ-বর্ণন—

নিরবধি ভাব' তুমি দেখিতে আমারে।
অতএব আমি দেখা দিলাঙ তোমারে।।১৪৩।।

পূর্বযুগে নন্দগৃহে অভ্যাগত ঐ বিপ্রকে এইরূপে দর্শন-প্রদান—

আর-জন্মে এইরূপে নন্দ-গৃহে আমি।
দেখা দিলুঁ তোমারে, না স্মর' তাহা তুমি।।১৪৪।।

পূর্বযুগীয় দর্শন প্রদানের ইতিহাস-বর্ণন—

যবে আমি অবতীর্ণ হৈলাঙ গোকুলে।
সেহ জন্মে তুমি তীর্থ কর' কুতূহলে।।১৪৫।।
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ-ঘরে।
এইমতে তুমি অন্ন নিবেদ' আমারে।।১৪৬।।
তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক।
খাই' তোর অন্ন দেখাইলুঁ এইরূপ।।১৪৭।।

বিপ্রকে নিত্য-কৈঙ্কর্যে স্বীকার, দাসেরই প্রভু-দর্শন সামর্থ্য—

এতেকে আমার তুমি জন্মে-জন্মে দাস।
দাস বিনু অন্য মোর না দেখে প্রকাশ।।১৪৮।।

অপ্রাকৃতে অশ্রদ্দধান বহিরঙ্গ লোকের নিকট রহস্য প্রকাশ করিতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা—

কহিলাঙ তোমারে এ সব গোপ্য কথা।
কারো স্থানে ইহা নাহি কহিবা সর্বথা।।১৪৯।।
যাবৎ থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবৎ কহিলে কারে করিমু সংহার।।১৫০।।

স্বীয় অবতারোদ্দেশ্য ও লীলা-চেষ্টা-বর্ণন—

সংকীর্তন-আরম্ভে আমার অবতার।
করাইমু সর্বদেশে কীর্তন প্রচার।।১৫১।।

তৈর্থিক-বিপ্র শ্রীগৌরসুন্দরের মুখে তাঁহার নিজ উপাস্য বস্তুর অধিষ্ঠান শ্রবণ করিয়া তাঁহাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মশোভিত চতুর্ভুজ নারায়ণ-রূপ দর্শন করিলেন; দেখিলেন,—প্রভু দুইহস্তের মধ্যে একহস্তে নবনীত রাখিয়া অপর হস্তদ্বারা তাহা গ্রহণ করিতেছেন এবং অপর দুইটী হস্তদ্বারা বংশী ধারণ ও বাদন করিতেছেন। এই মূর্তিতে অপূর্ব সমাহার লক্ষিত হয়। প্রভু প্রথমে চারিহস্তে শঙ্খচক্রাদি অস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন, পরে ব্রজেন্দ্রনন্দনের দ্বিবিধ-রসে দ্বিবিধ-লীলা দুই-দুই-হস্তে সম্পাদন করিতেছেন, দর্শন করিলেন। নবনীত ভক্ষণ ও মুরলীবাদনাদি মাথুর দ্বারকা-লীলায় প্রকটিত হয় নাই এবং শ্রীগোকুল লীলায়ও দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ চতুর্ভুজ হন নাই। নবনীত গ্রহণকালে যুগপৎ মুরলীবাদন প্রভৃতি ঐশ্বর্য লীলায় ব্রজবাসিগণের প্রীতি দেখা যায় না। আবার, অর্চক-সম্প্রদায়ে পূজ্যবুদ্ধিমূলা সেবায় চতুর্ভুজ নারায়ণ-দর্শন—অপরিহার্য। কৃষ্ণের অর্চনে গৌরব-মিশ্র পূজ্যভাবই বর্তমান; কিন্তু ভাবময় বৃন্দাবনে অব্যক্ত-চতুর্ভুজ কৃষ্ণ কেবলমাত্র দ্বিভুজদ্বারাই মাধুর্য-প্রাচুর্যে ব্রজবাসীর সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এস্থলে চতুর্ভুজ-রূপী শ্রীবিগ্রহের বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভ-অলঙ্কার, গলদেশে মণিহার এবং সর্বাঙ্গে রত্নখচিত ভূষণসমূহ বিরাজমান; তৎসঙ্গে বন্য ময়ূরপুচ্ছে নবগুঞ্জা-বেষ্টিত শিরোদেশ শোভিত এবং চন্দ্রবদনে রাতুল অধর শোভাও লক্ষিত হইল; তৎকালে সস্মিত বদনমণ্ডলে তাঁহার পদ্মপলাশ-তুল্য আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন ঘূর্ণায়মান দেখাইতেছিল। ইহাতে ঐশ্বর্য হইতে মাধুর্যের স্ফূর্তি প্রবলভাবে পরিদৃষ্ট হইল। আবার, উভয়রূপেই মকরাঙ্কিত কুণ্ডল এবং বৈজয়ন্তী-মালিকা একত্র সমাবিষ্ট দেখিলেন। কৃষ্ণপাদপদ্মে রত্ননির্মিত নূপুর শোভা পাইতেছে এবং কৃষ্ণের নখমণির উচ্ছুরিত ছটা-প্রভাবে অজ্ঞানতমোহন্ধকার বিদূরিত হইয়া চিদ্বিলাসালোক উদ্ভাসিত হইয়াছে, দৃষ্ট হইল। আবার চতুর্দিকে বৃন্দাবনস্থিত অপূর্ব কদম্ব-বৃক্ষ, ব্রজবিপিনের বিহগকুলের কাকলী এবং সুরভী ও গোপবালকবৃন্দের সহিত গো-সেবন-রত আভীরাদি পরিকর বৈশিষ্ট্যেরও দর্শন লাভ

ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি-বিতরণ—

ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তিযোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইমু সর্ব প্রতি ঘরে-ঘরে।।১৫২।।

শীঘ্রই বিপ্রের তল্লীলা-দর্শন-সম্ভাবনা—

কত দিন থাকি' তুমি অনেক দেখিবা।
এ সব আখ্যান এবে কারে না কহিবা।।'১৫৩।।

স্বভক্তকে কৃপা-পূর্ব্বক স্বগৃহে নিমাইর গমন—

হেনমতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা করি' আশ্বাসিয়া গেলা নিজ-ঘর।।১৫৪।।

পূর্ব্ববৎ শয্যায় শয়ন; প্রভুর ইচ্ছায় সকলের গভীর নিদ্রা—

পূর্ব্ববৎ শুইয়া থাকিলা শিশু-ভাবে।
যোগনিদ্রা-প্রভাবে কেহ নাহি জাগে।।১৫৫।।

অপূর্ব শ্রীরূপ-দর্শনে বিপ্রের দশা বা প্রেমানন্দ-বর্ণন—

অপূর্ব প্রকাশ দেখি' সেই বিপ্রবর।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর।।১৫৬।।

স্বীয় অঙ্গে মহাপ্রসাদান্ন মৃক্ষণ ও ভোজন—

সর্ব-অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন।।১৫৭।।

করিলেন। পূজক-সূত্রে তৈর্থিকবিপ্র যত প্রকার ধ্যেয়বিগ্রহের বিভিন্ন ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন, ধ্যেয়বিগ্রহের ততপ্রকার রূপই প্রত্যক্ষ করিলেন।।১২৭-১৩৪।।

পরতেকে,---প্রত্যক্ষে, অথবা প্রত্যেককে।।১৩৪।।

চিদ্দর্শনজনিত আনন্দোৎফুল্ল ও বাহ্যে জড়বৎ প্রবৃত্তি রহিত হইয়া তাঁহার বাক্য-স্ফূর্তি হইল না।।১৩৭।।

মহা-কুতূহলে---মহানন্দ-ভাববৈচিত্র্য-বশতঃ।।১৩৮।।

আর্তি,---ব্যাকুলতা; নির্ব্বেদ,---দৈন্য।।১৪১।।

নিরবধি ভাব',---নিরন্তর চিন্তা কর, ইচ্ছা কর।।১৪৩।।

তীর্থ কর,---তীর্থ--পর্যটন বা ভ্রমণ কর।।১৪৫।।

কৃষ্ণদাস শুদ্ধজীব---নিত্য; তিনি প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন-দ্বারা সেবা-তৎপর হইয়া কৃষ্ণের দর্শন করিতে সমর্থ হন। ভোগময় ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে স্থূল-সূক্ষ্ম-বৃত্তিদ্বয়-সাহায্যে বদ্ধজীব অধোক্ষজ কৃষ্ণকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। আত্মবৃত্তি কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হইলেই বৈষ্ণবের বিষ্ণুদর্শন সম্ভবপর হয়। নিত্যদাস্য প্রবৃত্তির অভাবে জীব কখনও স্থূল ও সূক্ষ্ম বৃত্তিদ্বয় পরিহার করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং তৎকালে ভোগবুদ্ধিহেতু বদ্ধজীবের সেব্য কৃষ্ণবস্তুর দর্শনাভাব ঘটে।।১৪৮।।

ছন্ন-অবতারী শ্রীগৌর-নারায়ণ সেই বিপ্রকে শাসন-মুখে বলিতেছেন যে,---আমার এই অবতারি-লীলা-বিষয়ক সত্য-কথা যদি অবতারের প্রকটকালে কাহাকেও তুমি প্রকাশ কর, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমাকে পৃথিবী-বাস হইতে অবসর প্রদান করিব।।১৫০।।

গৌরসুন্দর কহিলেন যে,---বহুজন মিলিত হইয়া কৃষ্ণের সম্যক্‌রূপে কীর্তন আরম্ভ করিলেই আমি তথায় অবতীর্ণ হইব। আমি কীর্তন-মুখেই সর্বদেশে নামকীর্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করিব। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর শৈশবে কীর্তন আরম্ভ করেন নাই; পরে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ-লীলান্তে সংকীর্তন-মুখে নৈমিত্তিক অবতারাবলীর সকল লীলাই অভিনয়-মুখে প্রচার করেন। পরে পরিব্রাজক হইয়া স্বয়ং ভারতের বিভিন্ন-স্থানে এবং নিজ-নিজ-দাসগণের দ্বারা জগতের সর্বত্র হরিকথা প্রচার করিয়াছেন, করিতেছেন ও করাইবেন।।১৫১।।

ব্রহ্মাদি দেবগণ যে অপরোক্ষ, অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজের প্রেম-সেবা লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সকলের হৃদয়ে প্রকটিত করিব। প্রাগ্‌বন্ধ-যুগে নিরস্তকুহক বাস্তব-সত্যস্বরূপ অধোক্ষজ শ্রীগৌরকৃষ্ণ আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে যে স্বীয় নাম-রূপ-গুণ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই অনর্পিতচরী উজ্জ্বল-রসময়ী স্বীয় সেবা-শোভা যে স্বয়ংই ঘরে ঘরে অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু-নির্বিশেষে সকলের হৃদয়ে প্রকাশ ও বিতরণ করিবেন, তাহা বর্ণন করিলেন।।১৫২।।

প্রেমানন্দ-ভরে বিপ্রের নৃত্য, গীত ও হাস্য—

নাচে, গায়, হাসে, বিপ্র করয়ে হুঙ্কার।
'জয় বালগোপাল' বোলয়ে বার বার।।১৫৮।।

বিপ্রের শব্দে নিদ্রা হইতে সকলের উত্থান, বিপ্রের আত্মসংযম ও আচমন—

বিপ্রের হুঙ্কারে সবে পাইলা চেতন।
আপনা সম্বরি' বিপ্র কৈলা আচমন।।১৫৯।।

বিপ্রের নির্বিঘ্ন-ভোজন-দর্শনে সকলের হর্ষাতিশয়—

নির্বিঘ্নে ভোজন করেন বিপ্রবর।
দেখি' সবে সন্তোষ হইলা বহুতর।।১৬০।।

পরদুঃখদুঃখী বিপ্রের সকলকে প্রভুর ছন্নাবতারত্ব প্রকাশ-পূর্বক পরিচয়-প্রদানার্থ স্বগতোক্তি—

সবারে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ।
"ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোচন।।১৬১।।

ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত-পদ ভগবানের মিশ্রগৃহে অবতার—

ব্রহ্মা শিব যাঁহার নিমিত্ত কাম্য করে।
হেন-প্রভু অবতরি' আছে বিপ্র-ঘরে।।১৬২।।

ভগবান্‌কে সামান্য-শিশু-জ্ঞান-জনিত ভ্রান্তি-নাশার্থ যথার্থ দয়ালু বিপ্রের প্রভুর গূঢ়াবতারত্ব-কীর্তনে উৎকট ইচ্ছা—

সে প্রভুরে লোক-সব করে শিশু-জ্ঞান।
কথা কহি,—সবেই পাউক পরিত্রাণ।।"১৬৩।।

প্রভুর নিষেধাজ্ঞা-ভয়ে বিপ্রের ইচ্ছা-সম্বরণ ও মৌনাবলম্বন—

'প্রভু করিয়াছে নিবারণ'—এই ভয়ে।
আজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে বিপ্র কারে নাহি কহে।।১৬৪।।

লোকের অজ্ঞাতভাবে বিপ্রের নবদ্বীপে অবস্থান—

চিনিয়া ঈশ্বরে বিপ্র সেই নবদ্বীপে।
রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর-সমীপে।।১৬৫।।

দৈনিক ভিক্ষা-সমাপনান্তর বিপ্রের প্রত্যহ প্রভু-দর্শন—

ভিক্ষা করি' বিপ্রবর প্রতি স্থানে স্থানে।
ঈশ্বরে আসিয়া দেখে প্রতি দিনে-দিনে।।১৬৬।।

ঐশ্বর্যভাব-বাচক বেদেরও গুহ্য প্রভুর চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য-শ্রবণ-ফলে সাধ্য প্রভুপদ প্রাপ্তি—

বেদ-গোপ্য এ-সকল মহাচিত্র কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্বথা।।১৬৭।।

আদিখণ্ডের মহিমা—

আদিখণ্ড-কথা—যেন অমৃত-স্রবণ।
যঁহি শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ।।১৬৮।।

ঐশ্বর্য ভাবাশ্রিত গ্রন্থকার-কর্তৃক পরমেশ্বর গৌর-নারায়ণের নানাবতারে নানাবিধ পরমৈশ্বর্য বাচক নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বর্ণন—

সর্বলোকচূড়ামণি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লক্ষ্মীকান্ত, সীতাকান্ত শ্রীগৌরসুন্দর।।১৬৯।।

অর্থাৎ তৎকালে গৃহস্থিত ও পল্লীস্থিত অপরাপর লোকসমূহ যোগমায়ার সুশীতল ক্রোড়ে নিদ্রায় অভিভূত ছিল; ভগবদিচ্ছাক্রমে তাহারা তৎকালে নিদ্রোত্থিত হইয়া ভগবল্লীলার ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হয় নাই।।১৫৫।।

অপূর্ব প্রকাশ,—অলৌকিক অপ্রাকৃত লীলা-প্রাকট্য।।১৫৬।।

অন্ন,—অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদান্ন।।১৫৭।।

আপনা সম্বরি'—আপনার হৃদয়স্থিত উদ্দাম ভাবলহরী গোপন করিয়া।।১৫৯।।

ঐশ্বর্যলীলা-সেবক বিপ্র স্বভাবতঃ ঐশ্বর্যলীলানুগত স্বীয় চিত্তে চিন্তা করিলেন যে, শ্রীগৌর-নারায়ণকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণরূপে জ্ঞান করিয়া মিশ্রপ্রমুখ সকলেই মুক্তি লাভ করুক।।১৬১।।

নিমিত্ত,—উদ্দেশে; কাম্য,—কামনা বা প্রার্থনা।।১৬২।।

কথা কহি,—সেই অতি গুপ্ত কথা ব্যক্ত করি।।১৬৩।।

মহাচিত্র কথা—আশ্চর্য বৈচিত্র্যপূর্ণ আখ্যান।। ১৬৭।।

অমৃত-স্রবণ,—অমৃত-নিঃস্যন্দিনী।।১৬৮।।

গৌর-নিত্যানন্দোপাসক গ্রন্থকারের ত্রেতাযুগীয় স্বোপাস্য-দেবাবতার-লীলা-বর্ণন—

ত্রেতা-যুগে হইয়া যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
নানা-মতে লীলা করি' বধিলা রাবণ।।১৭০।।

দ্বাপরযুগীয় স্বোপাস্য-দেবাবতার-লীলা-বর্ণন—

হইলা দ্বাপর-যুগে কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ।
নানা-মতে করিলেন ভূভার খণ্ডন।।১৭১।।

সেই শ্রীমুকুন্দ-অনন্তই কলিযুগে শ্রীগৌর-নিতাই—

'মুকুন্দ' 'অনন্ত' যাঁরে সর্ব্ববেদে কয়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সেই সুনিশ্চয়।।১৭২।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১৭৩।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে তৈর্থিক-বিপ্রান্নভোজনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সর্বলোক-চূড়ামণি, চতুর্দশ-ভুবনের যাবতীয় প্রকাশবিগ্রহ এবং দেবতা ও জীবাধিষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ সেব্য স্বয়ংরূপবিগ্রহ। বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর—চতুর্দশ-ভুবনাতীত বিরজা ও ব্রহ্মালোকের অতীত সকল-গুণবর্জিত ও মায়িক-প্রপঞ্চাতীত অব্যাহত-দেশ-কাল-পাত্রের নিত্য ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ প্রভু।

লক্ষ্মীকান্ত—মূলবৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীলক্ষ্মীর সেব্য ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরব্যোমনাথ পরতত্ত্ব শ্রীনারায়ণ। সীতাকান্ত,—বিষ্ণুর নৈমিত্তিকাবতার ভগবান্ দাশরথি-শ্রীরামচন্দ্র।।১৬৯।।

শ্রীগৌরসুন্দরই অভিন্ন-মাধুর্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহারই অংশরূপে সকল প্রকাশ-তত্ত্ব ও নৈমিত্তিকাবতারাবলী, বৈকুণ্ঠপতি এবং পার্থিবাধিষ্ঠানের বিভূতিসমূহ বর্তমান। সেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর; তদভিন্ন স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগে তাঁহারা উভয়েই অংশলীলাবতার-স্বরূপে শ্রীরামলক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়রূপে রাবণাদির বধলীলা প্রদর্শন করেন। দ্বাপরে কৃষ্ণ-বলরাম (সঙ্কর্ষণ) ভ্রাতৃদ্বয়রূপে শিশুপালাদি অসুর-নিধন এবং কৌরবকুল ধ্বংস করিয়া ভূ-ভার হরণ করেন। সেই সর্ববেদকীর্তিত শ্রীঅনন্তদেব ও মুকুন্দ-নামক মহাপুরুষদ্বয়ই যে কলিযুগে শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্যরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ বা উদিত হইয়াছেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।।১৭০-১৭২।।

ইতি গৌড়ীয় ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায়।